দৈনিক বাংলা

তাং 26/12/87

নিরক্ষরতা দূরীকরণঃ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি-রোধ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য সম্মত উন্নত ব্যক্তি জীবন ও ধরনের পদ্ধতির উন্নতি সাধন, ইত্যাদি কল্যাণকর কর্মসূচীকে জনমুখী করতেই প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ৮ই সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমরাও প্রতিবছর সাড়া দিই। কিন্তু এতে সাক্ষরতার বাস্তব ফলশ্রুতি কতটুকু অথবা কি পরিমাণ কাজের অগ্রগতি হয়ে থাকে। এ বিষয়েও একটু তলিয়ে দেখা উচিতঃ ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশের সাক্ষরতার মোট হার ছিল ২১% ভাগ। ১৯৭৯ সালে উন্নীত হয়ে দাঁড়ায় ২২.২। অর্থাৎ ২৮ বছরের ব্যবধানে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম। রাশিয়ায় ১৯২০ সাল থেকে ৩৯ সাল পর্যন্ত সময়ে সাক্ষরতার হার বেড়েছিল ৫৭.২%, ইরানে ১০ বছরে (১৯৬১-৭০) ২৪.৩%; চীনে ২৫ বছরে (১৯৪৯-৭৪) ৫৫% এবং ১৯৭৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীনের মোট সাক্ষরতার হার হচ্ছে ৯৫% এবং দশ বছরে নেপালের (১৯৬৬-৭৬) সাক্ষরতা বৃদ্ধি পেয়ে ১০% হারে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ৩৬% জন।। সে তুলনায় আমাদের প্রতি ১২ বছরে অগ্রগতির গড়পরতা হার হচ্ছে ১ অথবা ২% মাত্র।

তুলনামূলক হারের প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্টতঃ দেখা যায় বাংলাদেশের গণশিক্ষার হার নেহায়েৎ নগণ্য। এর মৌলিক কিছু কারণ নিহিত আছে অবশ্যই। তন্মধ্যে একটি প্রধানতম কারণ হচ্ছে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার স্থাপন না করা এবং গ্রন্থাগার ভিত্তিক পাঠক্রম ও কর্মসূচী প্রণয়নে অবহেলা প্রদর্শন। এটা খুবই সত্য যে, উন্নত বা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্বাক্ষরতার হারে প্রবৃদ্ধি ঘটার মৌলিক চাবিকাঠি হচ্ছে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগার ভিত্তিক পাঠ্যক্রম, কর্মসূচী ও সেবাদান এবং জনসংযোগ স্থাপন করা। বহুভাবে প্রমাণিত হয়েছে গ্রন্থাগার জনগোষ্ঠীর সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত ফলপ্রদ। এডওয়ার্ড এলবার্নেইস'র মতে 'কোন কাজ, কারণ, আন্দোলনের জন্যে জনসমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্যে তথ্য প্রদানের জন্য সে মত পরিবর্তন করানো এবং সমঝোতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাই হলো জনসংযোগ। 'অন্যভাবে জনই, মার্সটন'র মতে' জনসংযোগ হলো বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার জন্যে পরিকল্পিত পন্থায় অনুকূল মত পরিবর্তন সৃষ্টি করা। সুতরাং এমনি একটি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে যা জনসাধারণের মনোভাবের মূল্যায়ন করে। জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কিত সার্বজনীন নীতি ও পদ্ধতি চিহ্নিত করে এবং সাধারণের সমঝোতা ও সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে কার্য সম্পন্ন করে। একথা সর্বদিক থেকে গ্রন্থাগারের জন্যে প্রযোজ্য। এটা জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। ভাব আদান-প্রদান ও প্রভাবিত করার জন্যে পরিকল্পিত পন্থায় অনুকূল। গোষ্ঠী স্বার্থে বিন্যস্ত, নীতি পার্থক্য ও বৈকুল্যের ঊর্ধ্বে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। আত্মিক যোগাযোগের জন্যে অন্যান্য পন্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বস্তুতঃ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষাকে অধিকতর গতিশীল ও সুষ্ঠু যোগাযোগ সাধনের জন্যে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার স্থাপন মুখ্য। এ পর্যায়ে অন্ততঃ বর্তমানে প্রায় ৪৪,১৪০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬,৬৯৯টি উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপন করার মাধ্যমে যোগাযোগ পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করা যায়।

অন্যদিকে গণগ্রন্থাগার হচ্ছে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। এর মাধ্যমেও (প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সূত্র অনুসারে ৬৮ হাজার গণ-গ্রন্থাগার স্থাপনের মাধ্যমে) সার্বজনীন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা যায়। এগুলো আধুনিক কায়দায় সুসজ্জিত উপায়ে ও সাজ-সরঞ্জামের সমন্বয়ে সংগঠিত করা। রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ব্যয়বহুল ও অহেতুক প্রচার না করে গ্রন্থাগার ভিত্তিক সহজ ও ঘনিষ্ঠ প্রচার অধিকতর উত্তম। যেহেতু রেডিও ও টেলিভিশনের প্রচার সুদূরপ্রসারী যেমনি নয়, তেমনি দুর্বোধ্য, আভিজাত্যপূর্ণ শহর মুখীন। তা আদৌ গণমুখীন নয়। প্রচারের ভাষা কষ্টকর ও অধিকতর সংক্ষিপ্ত। তাই দীর্ঘমেয়াদী ও সারল্যের আভিজাত্যের সমন্বয়ে সুগঠিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে গ্রন্থাগারই একমাত্র গণমুখীন মাধ্যম। যা সাধারণ নিরক্ষর গণমানুষকে আকর্ষণ করতে সক্ষম। এগুলোতে তেমনি সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে আধুনিক উপকরণের সন্নিবেশ করতে হবে। এসব উপকরণ সহজ শর্তের ভিত্তিতে বিতরণ করা হবে। বিনোদনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা থাকবে। বিনোদন ও অবসর উপভোগ করাও আজকের সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি। সুতরাং সাধারণ মানুষকেও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। যেহেতু তাতেও শিক্ষার আকর্ষণ বাড়ায়। আবার স্বীকার্য যে, পাঠোপকরণ ও বিনোদনের ব্যবস্থা যদি সহজপ্রাপ্য হয়, একদিকে যেমনি পাঠস্পৃহা ও আকর্ষণবোধ করবে, তেমনি বিষয়োপকরণকে সহজবোধ্য মনে হবে। এজন্যে সাক্ষরতা কর্মসূচীকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম এমন সহায়ক মাধ্যমরূপে গ্রন্থাগারকে নির্দ্বিধায় পথিকৃত বলা যায়।

যেহেতু 'অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নয়—লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার মাধ্যম মাত্র।' তাই অক্ষরজ্ঞান করতে পারলেই জানার আগ্রহ বেড়ে যাবে—নতুন চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটবে, জানার স্পৃহা জাগবে। এজন্যে অবশ্য পাঠক্রম ও শিক্ষিতদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অগ্রণী হতে হবে। এদের অগ্রণী ভূমিকাও অনেকাংশে সফলতার বীজের অংকুরোদগম হবে। পাশাপাশি, যুগোপযোগী নবচিন্তার সংযোগ স্থাপন ও স্বশিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং সৃজনশীল কাজে প্রবৃত্ত করাও তাদের দায়িত্ব হতে পারে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজটি অনায়াসলব্ধ নয়। এর সাথে ইচ্ছে ও প্রবৃত্তি, সময় ও অবস্থা ফ্যাক্টোরগুলো সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করতে গ্রন্থাগারভিত্তিক পরিবেশই আজকের বিশ্বে স্বীকৃত ও সমাদৃত। গণশিক্ষাকেন্দ্র বা নৈশবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ অপেক্ষা গ্রন্থাগার অধিকতর সফস্টিকেটেড ও শিথিল ব্যবস্থিত যেমনি, তেমনি সকলের জন্যে অবারিত। অথবা কেন্দ্রগুলোকে পৃথকভাবে স্থাপন না করে বরঞ্চ গ্রন্থাগার সংলগ্ন অথবা কেন্দ্রীক করাই উত্তম। সে হিসেবে গ্রন্থাগার মৌলিকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে একটি উত্তম ও সার্বজনীন মাধ্যম।

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার